গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এক বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য
২০২৪-২০২৫

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

www.mora.gov.bd

এক বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য
২০২৪-২০২৫

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা : ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন
মাননীয় উপদেষ্টা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক
সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আহ্বায়ক : ড. মো: আয়াতুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ : ড. মোঃ মঞ্জুরুল হক
যুগ্মসচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জনাব মুহাম্মদ আসাদুল হক
যুগ্মসচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ আবুবকর সিদ্দীক
সিনিয়র তথ্য অফিসার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্য সচিব : জনাব মো: আব্দুল মোমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রকাশনা : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে : বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় উপদেষ্টা
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সাফল্যগাঁথা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে "এক বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য” শীর্ষক প্রকাশনার উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এ মহতী উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাই।

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সর্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এ অভিলক্ষ্য অর্জনে এ মন্ত্রণালয় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ধর্মীয় উপাসনালয়, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অবকাঠামোর উন্নয়নসহ নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিকাশে নানামাত্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। সমাজের দরিদ্র-অসহায় মানুষকে স্বাবলম্বী করার মানসে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসবসমূহে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ‘নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ উন্নয়নে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৮ম পর্যায়)’ প্রকল্প ও Construction of Bangladesh Buddhist Monastery Complex at Lumbini Conservation Area, Nepal শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং আরো কিছু উন্নয়ন উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০২৫ সালে হজ ব্যবস্থাপনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। হজ কার্যক্রমের রোডম্যাপ অনুসারে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন, সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ, সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাদারিত্ব ও দলীয় মনোভাব এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের আন্তরিক সহযোগিতায় এ বছরের হজ ব্যবস্থাপনা সহজ, নিরাপদ ও মসৃণ হয়েছে এবং তা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এ বছর হজ ব্যবস্থাপনায় নতুন সংযোজন আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ‘Labbaik’ মোবাইল অ্যাপ, হজ প্রি-পেইড কার্ড ও মোবাইল সীম রোমিং সার্ভিস হজ ব্যবস্থাপনাকে সাবলীল ও মসৃণ করেছে। আমি আশাকরি, ২০২৬ সালে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আরো গতিশীল ও বেগবান হবে এবং এর সাফল্যগাঁথা আরো সমৃদ্ধ হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জুলাই বিপ্লবের চেতনায় একটি বৈষম্যমুক্ত, ন্যায়ানুগ ও উদার গণতান্ত্রিক সমৃদ্ধ রাষ্ট্র বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের এ নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমৃদ্ধি কামনা করি।

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে "এক বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য" শীর্ষক প্রকাশনা হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়। সরকারের কার্যবন্টন অনুসারে ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ, ধর্মীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন, ধর্ম বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন/সেমিনারে অংশগ্রহণ, হজ ব্যবস্থাপনা, গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন, আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও মনিটরিংসহ ধর্ম বিষয়ক প্রভৃতি কার্যক্রম এ মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং এ অর্থবছরে , 'নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ উন্নয়নে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৮ম পর্যায়)' প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া, Construction of Bangladesh Buddhist Monastery Complex at Lumbini Conservation Area, Nepal শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং আরো কিছু উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ের সংস্কার ও উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে মধ্যম ক্যাটাগরিতে উন্নীতকরণ ও মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে ২৫টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে।

২০২৫ সালে হজ ব্যবস্থাপনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সৌদি সরকারের রোডম্যাপ ও নির্দেশনা অনুসারে যথাসময়ে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন, দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাদারিত্ব, টিম স্পিরিট ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে এ বছরের হজ অনেক সহজ, নিরাপদ ও মসৃণ হয়েছে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা পরিষদসহ সর্বমহলে ২০২৫ সালের হজ ব্যবস্থাপনা প্রশংসিত হয়েছে। আমি আশাকরি, আগামীতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আরো বেগবান ও গতিশীল হবে এবং উদার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সর্বজনীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে এ মন্ত্রণালয় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমি এ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়াবলি	পৃষ্ঠা
১.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১-৩
	১.১ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১
	১.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	১
	১.৩ প্রধান কার্যাবলি	১
	১.৪ শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ	২
	১.৫ আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা	৩
২.	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য সংস্কার ও অর্জন: এক নজরে	৪-৫
৩.	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ	৬-১৫
	৩.১ হজ ২০২৫: অনবদ্য ব্যবস্থাপনায় সহজ ও নিরাপদ হজ	৬
	৩.২ প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনীতে স্বাচ্ছন্দ্যময় হজ	৯
	৩.৩ প্রশাসনিক সাফল্য	১৪
	৩.৪ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুস্থদের অনুদান প্রদান	১৫
৪	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য সাফল্য	১৬-৩৬
	৪.১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন	১৬-২৫
	৪.১.১ “প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প	১৬
	৪.১.২ “মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প	১৮
	৪.১.৩ “হাওর এলাকায় জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প	১৯
	৪.১.৪ “ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন মেশিনারীজ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প	২১
	৪.১.৫ “দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা” শীর্ষক প্রকল্প	২১

ক্রম	বিষয়াবলি	পৃষ্ঠা
	৪.১.৬ “ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-৩য় পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্প	২২
	৪.১.৭ যাকাত আদায় ও উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ	২৩
	৪.১.৮ ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট	২৫
	৪.২ হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	২৬-২৯
	৪.২.১ “ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প	২৬
	৪.২.২ মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প	২৭
	৪.২.৩ সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলাস্থ শ্রী শ্রী অদ্বৈতাচার্য্য মন্দির কমপ্লেক্স উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	২৮
	৪.৩ বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	২৯-৩১
	৪.৩.১ প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প	২৯
	৪.৩.২ বাংলাদেশের অর্থায়নে নেপালের লুম্বিনীতে বাংলাদেশ প্যাগোডা ও বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ প্রকল্প	৩০
	৪.৪ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	৩১-৩৪
	৪.৪.১ ট্রাস্টের অনুদান কার্যক্রম	৩১
	৪.৪.২ শুভ বড়দিন-২০২৪ উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়	৩২
	৪.৪.৩ কর্মশালা/প্রশিক্ষণ	৩৩
	৪.৫ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়	৩৪-৩৫
	৪.৫.১ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যাবলি ও অর্জন	৩৪
	৪.৬ বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনে অনুদান প্রদান	৩৫-৩৭
৫.	এক নজরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রাধিকার কার্যক্রমসমূহ	৩৮
৬.	২০২৪-২৫ অর্থবছরে কর্মরত কর্মকর্তাগণ	৩৯-৪০
৭.	ফটোগ্যালারি	৪১-৫৫

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.১ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭৯ সালের ২৩ এপ্রিল তৎকালীন ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে ধর্ম বিষয়কে সম্পৃক্ত করে 'Ministry of Religious Affairs, Cultural Affairs and Sports' গঠন করা হয়। ১৯৮০ সালের ২৫ জানুয়ারি এ মন্ত্রণালয়কে বিভাজন করে দু'টি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় 'ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়' এবং 'সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়' গঠন করা হয়। পরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে একীভূত করে 'শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়' গঠন করা হয়।

১৯৮২ সালের ১৯ এপ্রিল 'শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়'কে প্রশাসনিক নীতি পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে 'শিক্ষা বিভাগ', 'ধর্ম বিষয়ক বিভাগ' এবং 'ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিভাগ' নামে তিনটি স্বতন্ত্র বিভাগে বিন্যস্ত করা হয়।

১৯৮৪ সালের ৮ মার্চ এ মন্ত্রণালয়কে Ministry of Religious Affairs and Endowment হিসেবে নামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪ জানুয়ারি ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে পুনরায় Ministry of Religious Affairs তথা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নামকরণ করা হয়।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, হজ অফিস, ঢাকা, বাংলাদেশ হজ মিশন অফিস, জেদ্দা, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে সরকারের ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ মন্ত্রণালয়ের সদর দপ্তরের কার্যক্রম ০৫ (পাঁচ)টি অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন গ্রেডের অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ১২৬ জন।

১.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প: ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ।

অভিলক্ষ্য: ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সর্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা।

১.৩ প্রধান কার্যাবলি

১.৩.১ ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য আন্তর্জাতিক কর্মসূচি বিষয়ক কার্যক্রম;

১.৩.২ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ধর্ম বিষয়ক সংস্থা এবং সভায় অংশগ্রহণ;

১.৩.৩ ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রকাশনা উন্নয়ন;

১.৩.৪ ধর্মীয় দাতব্য বিষয়াদি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ;

১.৩.৫ ধর্ম বিষয়ক জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সহায়ক অনুদান প্রদান;

১.৩.৬ ধর্মীয় সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ধর্মীয় কার্যাবলি বিষয়ক সকল বিষয়;

১.৩.৭ জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, হজ প্রশাসন এবং তীর্থযাত্রা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১.৩.৮ ওয়াকফ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১.৩.৯ চাঁদ দেখা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১.৩.১০ গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন সংক্রান্ত বিষয়;

১.৩.১১ ধর্ম বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, পরামর্শ-সভা, সেমিনার ইত্যাদি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ;

১.৩.১২ বিদেশ হতে আগত ও বিদেশ গমনকারী ধর্মীয় প্রতিনিধিদল সংক্রান্ত বিষয়;

১.৩.১৩ ইসলামিক সংহতি তহবিল সংক্রান্ত বিষয়;

১.৩.১৪ অন্যান্য দেশের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ক চুক্তি, সমঝোতাসহ যাবতীয় কার্য;

১.৩.১৫ বিশ্ব যুব মুসলিম সম্মেলনে স্থায়ী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১.৩.১৬ দাতব্য/কল্যাণ বিষয়াদি;

১.৩.১৭ আর্থিক বিষয়াদিসহ সচিবালয় প্রশাসন;

১.৩.১৮ এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ;

১.৩.১৯ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে লিয়াজোঁ রক্ষা এবং মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উপর অন্যান্য দেশ/বিশ্ব সংস্থার সাথে সমঝোতা ও চুক্তি সম্পাদন;

১.৩.২০ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত বিষয়াদির উপর সমুদয় আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়;

১.৩.২১ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত যেকোন বিষয়ের উপর তদন্ত এবং পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিষয়;

১.৩.২২ কোর্টে গৃহীত ফি বাদে এ মন্ত্রণালয়ের যেকোন বিষয় সংক্রান্ত ফিসমূহ নির্ধারণ ও আদায় সংক্রান্ত কার্যাবলি।

১.৪ শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ

- **প্রশাসন অনুবিভাগ**
  - প্রশাসন অধিশাখা
    - প্রশাসন-১ শাখা
    - প্রশাসন-২ শাখা
  - সমন্বয় ও সংস্কার অধিশাখা
    - সমন্বয় শাখা
    - সংস্কার শাখা
  - আইসিটি শাখা

❖ **হজ অনুবিভাগ**

➢ হজ অধিশাখা

- হজ-১ শাখা
- হজ-২ শাখা
- ওমরাহ শাখা

❖ **সংস্থা ও আইন অনুবিভাগ**

➢ সংস্থা অধিশাখা

- সংস্থা-১ শাখা
- সংস্থা-২ শাখা

➢ আইন অধিশাখা

- আইন শাখা

❖ **বাজেট ও অনুদান অনুবিভাগ**

➢ অনুদান ও অডিট অধিশাখা

- অনুদান শাখা
- অডিট শাখা

➢ বাজেট ও হিসাব অধিশাখা

- বাজেট শাখা
- হিসাব শাখা

❖ **উন্নয়ন অনুবিভাগ**

➢ উন্নয়ন অধিশাখা

- পরিকল্পনা-১ শাখা
- পরিকল্পনা- ২ শাখা

১.৫ আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা

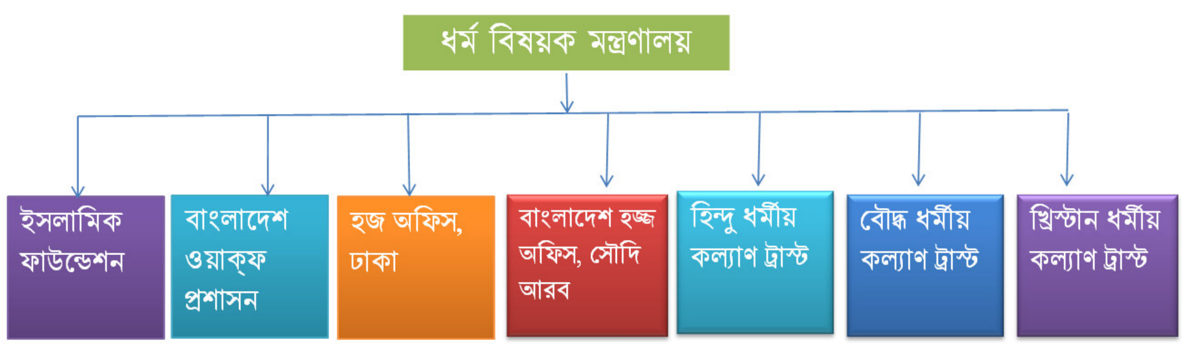

২. ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য সংস্কার ও অর্জন: এক নজরে

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য সংস্কার কার্যক্রম ও অর্জন নিম্নরূপ:

ক্রম	সংস্কার ও অর্জিত কাজের বিবরণ
১.	বাংলাদেশি হজযাত্রীদের ১৪৪৬ হিজরি/২০২৫ সালে হজ ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন
২.	১৪৪৬ হিজরি/২০২৫ সালের হজ কার্যক্রম সফলভাবে আয়োজন সম্পন্নকরণ
৩.	২০২৫ সনের হজ প্যাকেজের মূল্য ২০২৪ সনের চেয়ে ৭৩,০০০ টাকা হ্রাসকরণ;
৪.	২০২৫ সনের হজে তিনটি নতুন সেবার উদ্ভাবন: (ক) আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর 'Labbaik' মোবাইল অ্যাপ চালুকরণ; (খ) মোবাইল ফোনে রোমিং সুবিধা প্রদান; (গ) হজ প্রি-পেইড কার্ড চালুকরণ;
৫.	সরকারি অর্থ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সীমিত জনবলের মাধ্যমে হজ কার্যক্রম সম্পাদন
৬.	রাজস্ব খাতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ২৯ জন কর্মচারী নিয়োগ সম্পন্নকরণ
৭.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে ৩৬টি পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ
৮.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে ছোট ক্যাটাগরি হতে মধ্যম ক্যাটাগরিতে উন্নীতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ
৯.	দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে ২৬৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান
১০.	ধর্মীয় উপাসনালয়ের সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য সহায়তা প্রদান: (ক) মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: ২,৯৬৪ টি মসজিদে ১৭,১৬.৮৫ লক্ষ টাকা, ১০৪৩ টি মাদ্রাসা/এতিমখানায় ৫,৮৩.১৫ লক্ষ টাকা এবং ৭৩৩ টি ঈদগাহ/কবরস্থানে ৩,৯৭.৫০ লক্ষ টাকা সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। (খ) হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: ৩০৭ টি হিন্দু মন্দিরে ১,৪৩.৭০ লক্ষ টাকা ও ৫৭ টি শ্মশানে ২৯.৯০ লক্ষ টাকা সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। (গ) বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: ১১২ টি প্যাগোডায় ৫৬.০০ লক্ষ টাকা এবং ২৯ টি বৌদ্ধ শ্মশানে ১৫.৫০ লক্ষ টাকা সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। (ঘ) খ্রিষ্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: ২৯ টি গীর্জায় ১৪.৫০ লক্ষ টাকা ও ১ টি সেমিট্রিতে ০.৫০ লক্ষ টাকা সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
১১.	দুস্থদের জীবনমান উন্নয়নে ৩১৪০ জন দুস্থকে ৪৪৩.০৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে

ক্রম	সংস্কার ও অর্জিত কাজের বিবরণ
১২.	“নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ উন্নয়নে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৮ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি ২৪ মে ২০২৫ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পর্যায়ক্রমে ১,৪৫,৮১,২০০ জন শিক্ষার্থীকে কুরআন শিক্ষা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ৭৬,৬৭০ জন ইমাম, মুয়াজ্জিন ও শিক্ষিত নারী-পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
১৩.	“Construction of Bangladesh Buddhist Monastery Complex at Lumbini Conservation Area, Nepal” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে নেপালের লুম্বিনিতে ৬৮.০৭৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বৌদ্ধ কমপ্লেক্স নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ
১৪.	২০২৪-২৫ অর্থবছরে যাকাত ফান্ডের আওতায় অসহায়, দরিদ্র ও অসুস্থদের মাঝে প্রায় ১১ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য/অনুদান প্রদান
১৫.	২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট হতে ৪৬২০ জনকে ৫০০০/- টাকা হারে ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান এবং ৬০০ জনকে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান
১৬.	“হাওর এলাকায় জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ, মাদকাসক্তি, নারী ও শিশু নির্যাতন, মানবপাচার, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রতিরোধ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলায় মসজিদে জুমআর প্রাক খুতবায় বক্তব্য প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ
১৮.	ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়ের চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে গত ২৬ জুন ২০২৫ তারিখে হাইকোর্ট বিভাগে ওয়াকফ সংক্রান্ত মামলা শুনানীর জন্য একটি ডেডিকেটেড বেঞ্চ স্থাপন
১৯.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মামলা পরিচালনার জন্য ০৩ (তিন) সদস্যের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ
২০.	মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ৪.০০ (চার) কোটি টাকার অনুদান দুর্গাপূজা মণ্ডপে ইএফটির মাধ্যমে বিতরণ
২১.	শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রাপ্ত ০২ (দুই) কোটি টাকা অনুদান বিতরণ
২২.	শুভ বড়দিন উৎসব উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে দেশের প্রায় ৫৪টি জেলায় চার্চ/উপাসনালয়ে ধর্মীয় উৎসব উদযাপনে ২.৫০ (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার চেক বিতরণ

৩. ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

৩.১ হজ ২০২৫: অনবদ্য ব্যবস্থাপনায় সহজ ও নিরাপদ হজ

জুলাই বিপ্লবের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ২০২৫ সনের হজ ব্যবস্থাপনা ছিলো সরকার তথা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই হজের খরচ কমানোসহ সার্বিক হজ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে-এরূপ জন আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিলো। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ আনুষ্ঠানিক গণমাধ্যম ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় এধরণের জন আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলিন পরিলক্ষিত হয়েছে। সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ, দূরদর্শী সিদ্ধান্ত, সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় কার্যকর উদ্যোগ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রয়াস, পেশাদারিত্ব ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সহযোগিতার কারণে এ বছরের হজ ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ ও নিরাপদ হয়েছে।

হজ ব্যবস্থাপনা একটি দ্বি-রাষ্ট্রিক বিষয়। হজযাত্রী প্রেরণকারী দেশ ও সৌদি সরকারের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ প্রান্তের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ার। তবে সৌদি প্রান্তের বিষয়টি সেদেশের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় সম্পন্ন করে থাকে। বিশেষ করে হজের মূল আনুষ্ঠানিকতার বিষয়ে সৌদি সরকারের নিয়ন্ত্রণ একচ্ছত্র।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সাশ্রয়ী হজ প্যাকেজ: হজের খরচ যৌক্তিকীকরণের বিষয়টি ছিলো সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। সেলক্ষ্যে সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তবে বাস্তবতা হলো হজের খরচের যে খাতসমূহ রয়েছে তার অধিকাংশের খরচই সৌদি সরকার নির্ধারিত। বিমানভাড়া ও হোটেল ভাড়া-এই দুটি খাত ছাড়া উল্লেখ্যযোগ্য কোন খাতে খরচ কমানোর সুযোগ নেই। হোটেল ভাড়া প্রধানত হারাম শরীফ হতে হোটেলের দূরত্ব ও হোটেলের মানের তারতম্য অনুসারে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বিমানভাড়া নির্ধারণের জন্য হজ প্যাকেজ ঘোষণার পূর্বে বাংলাদেশ বিমান, সাউদিয়া ও ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের সাথে কয়েকদফা মতবিনিময় বা সভা করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ফলস্বরূপ, বিমান ভাড়া গতবারের তুলনায় ২৬ হাজার ৯৮০ টাকা কমাতে সক্ষম হয় সরকার। এবছর সৌদি রিয়ালের মূল্য গত বছরের তুলনায় প্রায় ২ টাকা বৃদ্ধি পায়। কিছু সার্ভিস চার্জও বেড়ে যায়। তারপরও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গত বছরের তুলনায় অনেক সাশ্রয়ী মূল্যে দুটি হজ প্যাকেজ ঘোষণা করে।

হজ এজেন্সি প্রতি ন্যূনতম কোটা: সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয় হজ এজেন্সির মাধ্যমে হজযাত্রী প্রেরণের ক্ষেত্রে এজেন্সি প্রতি হজযাত্রীর ন্যূনতম সংখ্যা বা কোটা নির্ধারণ করে থাকে। গত ২০২৪ হজ মৌসুমে বাংলাদেশের জন্য এই ন্যূনতম কোটা ছিলো ২৫০ জন। কিন্তু এ মৌসুমে সৌদি সরকার বাংলাদেশের হজ এজেন্সি প্রতি সর্বনিম্ন হজযাত্রীর কোটা ২০০০ জন নির্ধারণ করে। পরবর্তীতে সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করে হজ এজেন্সি প্রতি সর্বনিম্ন হজযাত্রীর কোটা এক হাজার নির্ধারণ করাতে সক্ষম হয় সরকার। তবে লিড এজেন্সি গঠন নিয়ে সংকট ঘনীভূত হয়। জুলাই বিপ্লবের পরে হজ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ(হাব) এর কমিটি নিয়েও কিছু সমস্যা দেখা দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাসহ বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা এবং হজ এজেন্সিসমূহের সহযোগিতায় সরকার ৭০টি লিড এজেন্সি গঠন করতে সমর্থ হয়। এই লিড এজেন্সিসমূহের অধীনেই বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীরা এবছর হজ পালন করেছেন।

রোডম্যাপ অনুসরণে কর্মসম্পাদন: সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ছাড়া হজের মতো এরূপ বিশাল কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন সম্ভব নয়। সৌদি সরকার ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হজযাত্রীদের জন্য মিনা ও আরাফায় তাবু বরাদ্দ নেওয়া এবং ক্যাটারিং সার্ভিস কোম্পানীর সাথে চুক্তি সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। এটিও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান, কঠোর মনিটরিং ও ফলো-আপ তৎপরতার কারণে বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করা হয়। এরপর সৌদি সরকারের নির্দেশনা অনুসারে Nusuk Masar প্লাটফর্মে বাড়িভাড়া ও পরিবহন চুক্তি সম্পাদিত হয়। সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপে এ বছর সরকারি-বেসরকারি উভয় মাধ্যমে নিবন্ধিত হজযাত্রীদের ভিসার বিষয়টিও সম্পন্ন হয়।

হজযাত্রীদের সেবায় ডেডিকেটেড টিম গঠন: হজযাত্রীদের সেবায় মক্কা ও মদিনার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে নিযুক্ত করা হয় হজকর্মী। হজযাত্রীদের যেকোন অভিযোগ/অনুযোগ খতিয়ে দেখে তাৎক্ষণিক সমাধানেও টীম গঠন করা হয়। মিনায় এদেশীয় হাজীদের সেবায় সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসহ গঠন করা হয় ১৮ টি টীম। এবার হজযাত্রীদের লাগেজ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ও সচিবের দিকনির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ সংক্রান্ত কমিটি প্রায় শতভাগ লাগেজ হজযাত্রীদের হাতে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়।

নো হাজী লেফ্ট বিহাউন্ড (No Haji left behind): অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা ছিলো নো হাজী লেফ্ট বিহাউন্ড (No Haji left behind) অর্থাৎ, হজে গমন করা থেকে কোন হাজী যেন বাদ না যায়; প্রত্যেক নিবন্ধিত হজযাত্রী যেন হজ পালন করতে পারেন। এ বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সর্বদা তৎপর ছিলো। বিশেষ করে হজ ফ্লাইটের মধ্যবর্তী পর্যায়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট সংখ্যা বেশি থাকায় এবং হজ এজেন্সির বাড়িভাড়ার সময়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় হজযাত্রী পরিবহনে কিছুটা শঙ্কা দেখা দেয়। এটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজযাত্রী পরিবহনকারী তিনটি এয়ারলাইন্সের সাথে সমন্বয় করে সকল হজযাত্রীকে সৌদি আরব প্রেরণ করতে সক্ষম হয়।

অংশীজনের সহযোগিতা ও টীম স্পিরিট: এবছর হজ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতা পাওয়া গেছে। উদ্ভূত সকল পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অকুণ্ঠ সহায়তা করেছেন, অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। সুষ্ঠু ও সাবলীল হজ ব্যবস্থাপনার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা পেশাদারিত্ব ও দূরদর্শিতার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন। সাপ্তাহিক ছুটি ও সরকারি ছুটির দিনগুলোতে ধর্ম সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা দপ্তরে কাজ করেছেন। যখনই কোন ইস্যু সামনে এসেছে তখনই সেটা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এমনকি সম্ভাব্য ঝুঁকি বা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এ মন্ত্রণালয়। হজ ব্যবস্থাপনা একটি টীম ওয়ার্ক। সকলে মিলে টীম স্পিরিট নিয়ে কাজ করতে পারলে যেকোনো ব্যবস্থাপনাই সুন্দর ও সাবলীল হবে-এটাই স্বাভাবিক। এবছরের হজ ব্যবস্থাপনা তারই প্রতিচ্ছবি।

২০২৫ সনের হজ ব্যবস্থাপনা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা পরিষদ, দেশের আলেম-ওলামা সমাজ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও সেবা গ্রহীতাগণ এবছরের হজ ব্যবস্থাপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এবছরের হজ ব্যবস্থাপনার এ সাফল্যকে বিভিন্ন মহল থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যতম সফলতা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

হজ অফিস, ঢাকায় হজ ফ্লাইট এর শুভ উদ্বোধন, ২৮ এপ্রিল ২০২৫

৩.২ প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনীতে স্বাচ্ছন্দ্যময় হজ

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধিত হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি মানুষের যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচে গেছে অনেকটাই। দূরে থেকেও মানুষ এখন সন্নিকটে, হাতের কাছেই। গোটা পৃথিবীটাই এখন হাতের মুঠোয়। হজ ব্যবস্থাপনায়ও প্রযুক্তি আর উদ্ভাবনীর সন্নিবেশ ঘটেছে। হজের নিবন্ধন, তাঁবু বরাদ্দ, হোটেল ভাড়া ও অন্যান্য সার্ভিস কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি, ভিসা প্রক্রিয়াকরণ প্রভৃতিই সম্পন্ন হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তিকে ব্যবহার করে। এ বছর বাংলাদেশ সরকার হজ ব্যবস্থাপনায় সংযোজন করেছে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মোবাইল অ্যাপ, হজ প্রিপেইড কার্ড ও মোবাইল সিম রোমিং সার্ভিস।

'Labbaik' মোবাইল অ্যাপ: হজের সফরকে সহজ, মসৃণ, নিরাপদ এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিরসনে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিবিড় তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় '**Labbaik**' শিরোনামের মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর এ মোবাইল অ্যাপ হজযাত্রীদের নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত সেবা প্রদানে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। গুগল প্লে স্টোর থেকে এ অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে। এ ছাড়া, ডাউনলোড লিঙ্ক অথবা কিউআর কোড স্ক্যান করে ডাউনলোড করার সুযোগ রয়েছে। এই অ্যাপে রেজিস্ট্রেশনের সময় হজযাত্রীর মোবাইল নম্বর, পিআইডি (পিলগ্রিম আইডি) ও জন্ম তারিখ প্রয়োজন হবে। ওটিপি যাচাইয়ের পর ৪ ডিজিটের পিন সেট করতে হবে। একজন হাজি তার পরিবারের সর্বোচ্চ তিনজন সদস্যকে **Invitation** পাঠিয়ে অ্যাপে যুক্ত করতে পারবে। পরিবারের সদস্যের নাম ও মোবাইল নম্বর দিয়ে **Invitation** পাঠালে ওই সদস্য তার মোবাইল নম্বর দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করার পর তারা হাজির তথ্য জানতে পারবেন। এ ছাড়া গেস্ট ইউজার হিসেবেও রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ/ সুবিধাসমূহ:

- হজযাত্রী নিবন্ধন;
- হজযাত্রী হারিয়ে গেলে বা গুরুতর অসুস্থ বা বিপদে পড়লে জরুরি মুহূর্তে এই মোবাইল অ্যাপ থেকে SoS (Save Our Souls) বাটনে ক্লিক করলে সাপোর্ট টিম কর্তৃক হাজিকে উদ্ধার/সহায়তা প্রদান;
- এই অ্যাপ থেকে নামাজের সময়সূচি, প্রতিদিনের করণীয়, দৈনিক হজ শিডিউল, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, আবাসন তথ্য যেমন হোটেলের নাম, ঠিকানা, দূরত্ব, ছবি, ভিডিও, চেক-ইন/ চেক-আউট তারিখ ইত্যাদি জানা যায়;
- হজযাত্রী ফ্লাইটের বিস্তারিত তথ্য যেমন ফ্লাইট কোড, বোর্ডিং টাইম, ডিপারচার ও অ্যারাইভাল টাইম, লাগেজের ওজনসীমা ইত্যাদি জানা যায়;

- লোকেশন ট্র্যাকিং যেমন হজযাত্রী গুগল ম্যাপে নিজেদের বা দলের অন্যান্য সদস্যের অবস্থান নির্ণয়, পরিবারের সদস্য কর্তৃক তাদের হজযাত্রী ট্র্যাকিং, মিনা-আরাফার তাঁবুর লোকেশন ট্র্যাকিং প্রভৃতি সেবা পাওয়া যায়;
- হজ প্রিপেইড কার্ডের ব্যালান্স জানা যায়;
- ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্রোফাইল তথ্য ও সার্বক্ষণিক ভার্চুয়াল স্বাস্থ্য সহায়তা;
- বাংলাদেশ মেডিকেল সেন্টার ও সৌদি হাসপাতালের তথ্য;
- গাইডভিত্তিক গ্রুপ যোগাযোগ সুবিধা;
- কোরআন ও হাদিস লাইব্রেরি;
- কিবলা নির্দেশনা;
- ডিজিটাল তাসবিহ;
- হজ ও ওমরাহ সহায়িকা;
- কোরবানি কুপন সংগ্রহ কেন্দ্রের তালিকা;
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ;
- হজ এজেন্সির তথ্য যেমন এজেন্সি নাম, লাইসেন্স নম্বর, প্যাকেজ, রেটিং, রিভিউ প্রদান ইত্যাদি।

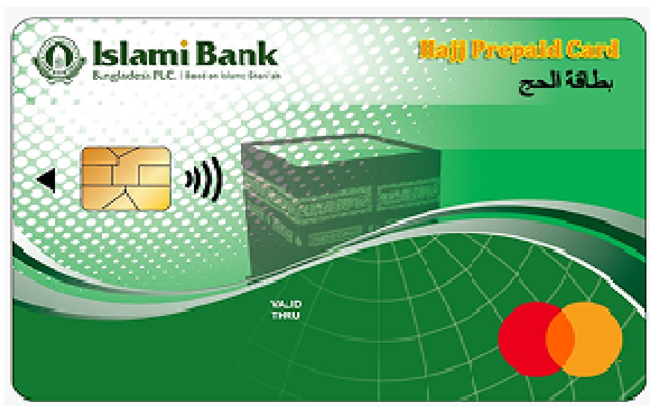

হজ প্রিপেইড কার্ড: এ বছর হজযাত্রা নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত করতে চালু করা হয়েছে হজ প্রিপেইড কার্ড। সরকারের নির্দেশনার আলোকে এ কার্ড চালু করেছে ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। এই কার্ড নগদ টাকা বহনের ঝুঁকি লাঘব করেছে। এই কার্ড ইস্যুতে অ্যাকাউন্ট খোলার প্রয়োজন নেই। এটি ক্যাশের পরিপূরক এবং কার্ডের মেয়াদ পাঁচ বছর। ইসলামী ব্যাংকের সব শাখা থেকে এ কার্ড পাওয়া যাবে। হজ প্রিপেইড কার্ডের অনেক সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে। এ কার্ড ইস্যু ও ডলার এনডোর্সমেন্টের জন্য প্রয়োজন হবে মূল পাসপোর্ট/ পাসপোর্টের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্র, দুই কপি ছবি, হজ ভিসার কপি ও সচল মোবাইল নম্বর। এ কার্ডের বিষয়ে দেশ থেকে কল সেন্টারে ১৬২৫৯ এবং ০২-৮৩৩১০৯০ নম্বরে ফোন করে কিংবা ইসলামী ব্যাংকের যে কোনো শাখায় যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যাবে।

সুবিধা/বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- তৎক্ষণাৎ কার্ড ইস্যু ও ডেলিভারি;
- কার্ড ইস্যুতে কোনো চার্জ/ফি নেই;
- ট্রানজেকশন প্রসেস ফি ৩ শতাংশের স্থলে ১ শতাংশ;
- হজ-পরবর্তী সময়েও এ কার্ড ব্যবহার করা যাবে;
- বাংলাদেশি টাকা লোড করে ডলার/সৌদি রিয়াল পাওয়া যাবে;
- প্রত্যেক হজযাত্রী ১ হাজার ২০০ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা কার্ডে লোড করে নিতে পারবেন;
- সৌদি আরবে Master Card লোগোযুক্ত এটিএম বুথ থেকে নগদ সৌদি রিয়াল উত্তোলন;
- POS মেশিনে পেমেন্ট সুবিধা;
- কার্ডে ব্যালান্স রিলোড; এবং
- অব্যবহৃত ব্যালান্স রিফান্ড সুবিধা।

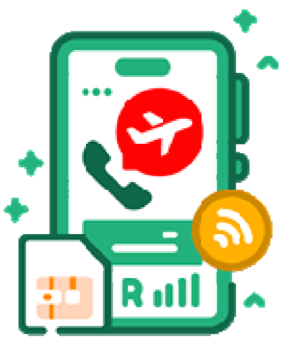

ফোন রোমিং সার্ভিস: ২০২৫ সালের হজে হজযাত্রীদের জন্য দেশের অন্যতম মোবাইল ফোন সার্ভিস কোম্পানি 'গ্রামীণফোন', 'বাংলালিংক' ও 'রবি' বিশেষ ফোন রোমিং প্যাকেজ চালু করে। এ রোমিং সুবিধা চালু করার ফলে এ বছর হজযাত্রীগণ সৌদি আরবে অবস্থানকালে কোনরূপ বিড়ম্বনা ছাড়াই পরিবারের সদস্য ও অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হয়।

সুবিধাসমূহ/বৈশিষ্ট্যসমূহ:

রোমিং প্যাকেজের সুবিধাসমূহের মধ্যে আছে-

- হাজিগণ সৌদি আরবে মোবাইল সিম ক্রয় ছাড়াই বাংলাদেশে ব্যবহৃত নিজস্ব মোবাইল সিমের মাধ্যমে প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বলা ও বার্তা পাঠানোর সুবিধা;
- হজ রোমিং প্যাকেজসমূহ সৌদি মোবাইল অপারেটরগুলোর রেটের তুলনায় সাশ্রয়ী;
- হাজিগণ প্রচলিত পেমেন্ট গেটওয়ে অথবা অপারেটরদের মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রায় সহজেই ১-৬০ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের প্যাকেজ ক্রয় ও অ্যাকটিভেট করতে পারবেন।

হজযাত্রীরা আল্লাহর মেহমান। তাদের হজযাত্রাকে মসৃণ করতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সদা তৎপর। এ বছর মোবাইল অ্যাপ, হজ প্রিপেইড কার্ড ও মোবাইল ফোন রোমিং সেবা চালুর মধ্য দিয়ে হজ ব্যবস্থাপনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

হজ প্রশিক্ষণ:

হজ ব্যবস্থাপনাকে সহজ ও মসৃণ করার লক্ষ্যে হজ প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হজের আরকান-আহকাম করা হজযাত্রায় প্রস্তুতি, করণীয়-বর্জনীয় বিষয়াবলি, সৌদি সরকারের নিয়ম-কানুন, স্বাস্থ্য সচেতনতাসহ হজ সংক্রান্ত বিষয়ে হজযাত্রীদেরকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে হজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এছাড়া হজ গাইডদের জন্যও ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে।

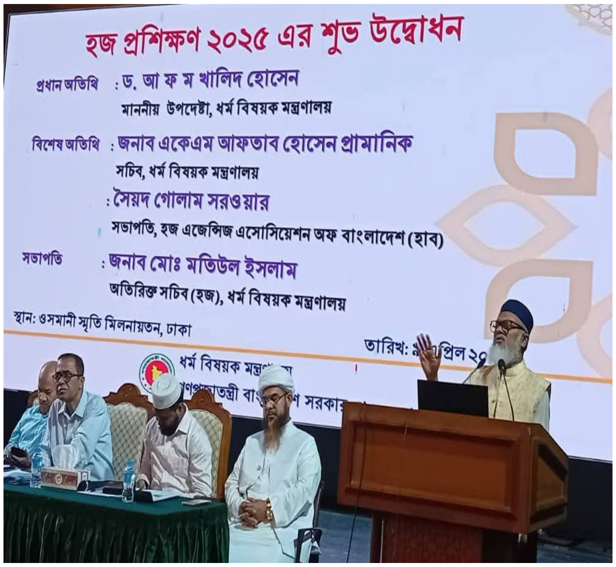

২০২৫ সনের হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণে মাননীয় উপদেষ্টা ও সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য সেবায় মেডিকেল সেন্টার:

অসুস্থ হজযাত্রীদের সেবায় মক্কা ও মদিনায় দুটি মেডিকেল সেন্টার স্থাপন করা হয়। এ বছর ১৬৫ জনের একটি সমন্বিত মেডিকেল টিম হজযাত্রীদের সেবায় সৌদি আরব প্রেরণ করা হয়। প্রায় এক কোটি টাকার ঔষধ বিনামূল্যে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক রোগীদেরকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

হজ মেডিকেল সেন্টার, মক্কায় চিকিৎসা সেবা

হজ ম্যানেজমেন্ট সেন্টার, মক্কায় তথ্য সেবা কেন্দ্র

হজযাত্রীদের দিক নির্দেশনা প্রদান:

হজযাত্রীদের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে হজ গাইডগণ দায়িত্ব পালন করেন। ২০২৫ সনের হজে হজ গাইডদের মিনা ও আরাফার ম্যাপের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছ। এছাড়া হজ টিমের সদস্য ও হজকর্মীগণ হারানো হজযাত্রীদের সফলভাবে উদ্ধার কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

হজ গাইডদের মিনা ও আরাফার ম্যাপের প্রশিক্ষণ

হারানো হাজী উদ্ধার

এক নজরে হজ ২০২৫

ক্রম	বিষয়	বিবরণ
১.	পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত	৯ জিলহজ ১৪৪৬ হিজরি, ৫ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
২.	হজযাত্রী	৮৭,১০০ জন (সরকারি ৫,২০০, বেসরকারি ৮১,৯০০)
৩.	ভিসা (হজ যাত্রী) মিশন ভিসা	৮৬,৯৫৭ জন (সরকারি ৫,০৯১, বেসরকারি ৮১,৮৬৬) ৮৩৫ জন
৪.	এয়ারলাইন্স	• বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স (৫০%) • সাউদিয়া এয়ারলাইন্স (৩৫%) • ফ্লাইনাস (১৫%)
৫.	হজ ফ্লাইট শুরু ও শেষ	২৯ এপ্রিল ও ৩১ মে ২০২৫
৬.	ফিরতি ফ্লাইট শুরু ও শেষ	১০ জুন ও ১০ জুলাই ২০২৫
৭.	মোট ফ্লাইট সংখ্যা	২২১ টি
৮.	হজযাত্রীর অনুপাত	পুরুষ-৬৫%, মহিলা-৩৫%
৯.	৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের হজযাত্রী	৩০%
১০.	প্রত্যাবর্তনকারী হাজী	৮৭,৭৪২ জন
১১.	চিকিৎসা কেন্দ্র	৩টি (মক্কা, মদিনা, জেদ্দা)
১২.	চিকিৎসা কেন্দ্র হতে সেবা প্রদান	৬৫,৫১০ জন
১৩.	সৌদি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন	৩৩৯ জন

ক্রম	বিষয়	বিবরণ
১৪.	অ্যাম্বুল্যান্সে হজ করানো হয়	১৯ জন
১৫.	হজযাত্রী মৃত্যুবরণ করেছেন	৪৮ জন (পুরুষ ৩৭ জন ও মহিলা ১১ জন)
১৬.	আইটি হেল্পডেস্ক হতে প্রদত্ত তথ্য সেবা	২৬,৯৮২ টি
১৭.	লাব্বাইক অ্যাপে রেজিস্ট্রেশন	৩০,২৩৪ জন
১৮.	মোবাইল ফোনে রোমিং সেবা গ্রহণ	৩১,৮০০ জন
১৯.	হজ প্রি-পেইড কার্ড গ্রহণ	২,৬৫৭ জন
২০.	হজযাত্রী হারানো ও উদ্ধারের তথ্য	হারানো ও উদ্ধারকৃত হজযাত্রী ৯৯০
২১.	লাগেজ হারানো ও উদ্ধারের তথ্য	হারানো ৮০৬টি, উদ্ধার ৭৯০টি

৩.৩ প্রশাসনিক সাফল্য

১. রাজস্ব খাতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১১ জন কর্মচারী নিয়োগ সম্পন্নকরণ

২. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে ৩৬টি পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ

৩. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে ছোট ক্যাটাগরি হতে মধ্যম ক্যাটাগরিতে উন্নীতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ

৪. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মামলা পরিচালনার জন্য ০৩ (তিন) সদস্যের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ

৫. দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে ২৬৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান

মাসিক সমন্বয় সভা

৩.৪ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুস্থদের অনুদান প্রদান

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সর্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Schedule I of the Rules of Business, 1996) (Revised up to February 2024) অনুযায়ী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান মঞ্জুরির বিষয়টি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারাধীন। সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ, মানবিক গুণাবলির চর্চা এবং ন্যায়ানুগ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এজন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান অপরিহার্য। এ প্রেক্ষাপটে ২০১০ সালে একটি নীতিমালা প্রণীত হয়। পরবর্তীতে ২০১৮, ২০২১ ও সর্বশেষ ২০২৩ সালে উক্ত নীতিমালা সংশোধন করা হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান প্রদানে আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে এ নীতিমালাটি যুগোপযোগী ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে ‘ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অনুদান মঞ্জুরি নীতিমালা, ২০২৫’ সংশোধনের কার্যক্রম চলমান। নিম্নে অনুদান শাখার প্রধান প্রধান কার্যাবলীসমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. মুসলিম,হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং দুস্থদের অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে নির্ধারিত ফরম বিজি প্রেসের মাধ্যমে ছাপানো কার্যক্রম:

২. মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ও খ্রিস্টান ধর্ম বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং মুসলিম ও হিন্দু দুস্থদের অনুদান মঞ্জুরির লক্ষ্যে ফরম বিতরণ ও সংগ্রহ;

৩. প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের পর অনুমোদিত আবেদনের তথ্য iBAS++ সিস্টেমে Entry, Approve, Bill preparation, Bill Submission ও জিও জারিকরণ;

৪. বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে G2P পদ্ধতিতে সরাসরি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে অনুদান প্রেরণ;

৫. দুস্থ মুসলিম ও হিন্দু ব্যক্তির অনুকূলে G2P পদ্ধতিতে সরাসরি ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে অনুদান প্রেরণ;

৬. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/দুস্থদের Return EFT পুনরায় প্রয়োজনীয় Correction, Approve, Re-submission ও Re- transmission পূর্বক অনুদান প্রেরণ;

৭. জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক অনুদান প্রদান বিষয়ক তথ্যাদি প্রেরণ;

৮. অনুদান শাখা সংশ্লিষ্ট অডিট আপত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুস্থদের অনুকূলে অনুদান বিতরণের বিবরণ:

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান:

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	সংখ্যা (টি)	টাকা
১	মসজিদ	২৯৬৪	১৭,১৬,৮৫,০০০
২	মাদ্রাসা/এতিমখানা	১০৪৩	৫,৮৩,১৫,০০০
৩	ঈদগাহ/কবরস্থান	৭৩৩	৩,৯৭,৫০,০০০
৪	হিন্দু মন্দির	৩০৭	১,৪৩,৭০,০০০
৫	হিন্দু শ্মশান	৫৭	২৯,৯০,০০০
৬	বৌদ্ধ মন্দির	১১২	৫৬,০০,০০০
৭	বৌদ্ধ শ্মশান	২৯	১৫,৫০,০০০
৮	খ্রিস্টান (গীর্জা)	২৯	১৪,৫০,০০০
৯	খ্রিস্টান (সেমিট্রি)	১	৫০,০০০
	মোট=	**৫,২৭৫**	**২৯,৫৭,৬০,০০০**

দুস্থ ব্যক্তি:

ক্রম	প্রকৃতি/বিবরণ	সংখ্যা (জন)	টাকা
১	দুস্থ মুসলিম	২,৯৯৩	৪২,৩৯০,০০০
২	দুস্থ হিন্দু	১৪৭	১,৯১৫,০০০
	মোট=	**৩,১৪০**	**৪,৪৩,০৫,০০০**

৪. আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:

৪.১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন:

বাংলাদেশের বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। সুপ্রাচীনকাল থেকে এদেশে ইসলামী আর্দশ ও মূল্যবোধের লালন ও চর্চা হয়ে আসছে। ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' এ্যাক্ট প্রণীত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয়ভাবে ১৭টি বিভাগ, ৭টি প্রকল্প, ১টি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, মাঠ পর্যায়ে ৮টি বিভাগীয়সহ ৬৪টি জেলা কার্যালয় এবং আর্তমানবতার সেবায় ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী কেন্দ্রের মাধ্যমে সারাদেশে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

৪.১.১ "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য:

- জেলা মডেল মসজিদ চারতলা এবং উপজেলায় মডেল মসজিদ তিন তলা বিশিষ্ট;
- মূল মসজিদটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত;

- উপকূলীয় এলাকায় নিচতলা উন্মুক্ত রেখে ভবন নির্মাণ;
- নারীদের পৃথক প্রবেশপথসহ ওযু ও নামাজের ব্যবস্থা;
- অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী মুসল্লিদের জন্য আলাদা র‍্যাম্প;
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিস;
- লাইব্রেরি;
- গবেষণা ও দাওয়াহ কার্যক্রম;
- পবিত্র কোরআন পঠন ও তাহফিজ;
- কনফারেন্স হল;
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্র;
- শিশু শিক্ষা;
- অতিথিশালা;
- বিদেশি পর্যটকদের আবাসন;
- মৃতদেহ গোসলের ব্যবস্থা;
- হজযাত্রী ও ইমাম প্রশিক্ষণ;
- মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেমের আবাসন;
- গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি।

উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, লাকসাম, কুমিল্লা

সরকারি পর্যায়ে সারাদেশে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন সরকারের এক অনন্য উদ্যোগ। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের সাফল্য:

এটি একটি চলমান প্রকল্প, জুন ২০২৪ পর্যন্ত ৩০০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৭ম পর্যায়ে ৫০টি মডেল মসজিদের উদ্বোধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১৮টি মডেল মসজিদের উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট মডেল মসজিদ ও সাস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহের নির্মাণ কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

৪.১.২ মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়) প্রকল্প:

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প ফাউন্ডেশনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ প্রকল্প। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও শিক্ষা বিস্তারের কাজে মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে গত নব্বইয়ের দশকের শুরুতে শুরু হয়ে (প্রকল্প শুরু ১৯৯১-১৯৯২ অর্থ বছরে এবং প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু ১৯৯৩ শিক্ষাবর্ষে) বিভিন্ন মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ জন, সহজ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৫ জন ও বয়স্ক সহজ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫ জন। মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়) চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ২৮,৮০০টি শিক্ষা কেন্দ্রে প্রতিবছর ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার জন শিশু, ৪৪,২০০টি সহজ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবছর ১৫ লক্ষ ৪৭ হাজার বিদ্যালয়গামী কিশোর-কিশোরী এবং ৭৬৮টি বয়স্ক কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবছর ১৯,২০০ জন বয়স্ক শিক্ষার্থীকে (জেলখানার কয়েদীসহ) অক্ষর জ্ঞান দানের পাশাপাশি কুরআন শিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। এ হিসেবে গত ৫ বছরে মোট প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার, সহজ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭৭ লক্ষ ৩৫ হাজার এবং বয়স্ক কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৯৬ হাজার জনকে শিক্ষা প্রদানের লক্ষমাত্রা নির্ধারিত ছিল। তারমধ্য থেকে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩২০ জন, সহজ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ১৮৫ জন এবং বয়স্ক কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭৬ হাজার ৮৯৬ জন শিক্ষার্থীকে অক্ষর জ্ঞান দানের পাশাপাশি কুরআন শিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান সম্ভব হয়েছে। এছাড়া অত্র প্রকল্পের আওতায় ৭৬,৬৭০ জন ইমাম, মুয়াজ্জিন, শিক্ষিত নারী-পুরুষ ও নিয়মিত জনবলের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পটি ৮ম পর্যায়ে শুরুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক কর্তৃক মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন

৪.১.৩ হাওর এলাকায় জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ প্রকল্পের আওতায় ইমাম ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় হাওরের আকস্মিক বন্যা, বজ্রপাতসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা, পরিযায়ী পাখি সুরক্ষা, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, গুজব, জুয়া, মাদকাসক্তি প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও সমসাময়িক বিষয়াবলি নিয়ে প্রত্যেক জুমায় খুতবার পূর্বে ইমাম/খতিবগণ বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে মুসল্লীদের সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

হাওর এলাকায় জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুকরণ কার্যক্রম (১ম সংশোধিত)

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন:

- হাওর অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মানুষের জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ক ৩৯০০ জন ইমাম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে ০৩ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান।
- হাওর অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মানুষের জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, সুধীজন, মাদ্রাসা শিক্ষক, স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী ৩টি সেমিনার বাস্তবায়ন।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত বছরে ৫২টি জুমায় বক্তব্য প্রদানের জন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, ইভটিজিং বাল্যবিয়েসহ সমসাময়িক গুরত্বপূর্ণ ৫২ টি বিষয় সম্বলিত ৩৯০০টি প্রাক-খুতবার বই বিতরণ।
- হাওর অঞ্চলের জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে মসজিদে টাঙানোর জন্য ৭,৮০০টি সচেতনমূলক পোস্টার এবং ১৫,০০০টি লিফলেট বিতরণ।
- প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও সমসাময়িক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জুমার নামাজের প্রাক-খুতবায় বয়ান প্রদানের জন্য ইমাম/খতিবকে প্রতি জুমায় ১৫০/- হারে ৫৪১.৩৩ (পাঁচ কোটি একচল্লিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার) টাকার সম্মানী প্রদান।

হাওর এলাকায় জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম (১ম সংশোধিত)

৪.১.৪ "ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন মেশিনারীজ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

"ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন মেশিনারীজ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মেশিনগুলি ইন্সটলেশন সম্পন্নপূর্বক ইতোমধ্যে গ্রহণ কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে মেশিনগুলো গৃহীত হয়েছে। মেশিনগুলি পরিচালনার নিমিত্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেসের বিদ্যমান জনবলের মধ্যে মেশিনম্যান ও অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মেশিন চালু করে উৎপাদন কার্যক্রমকে গতিশীল করা হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নতুন মেশিনারীজ সংযোজিত ছাপাখানা

৪.১.৫ 'দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা' শীর্ষক প্রকল্প

'দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

(ক) সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি ও দেশে স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধিকরণ;

(খ) আরবী ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতার মান উন্নয়ন;

(গ) সাধারণ শিক্ষিতদের পাশাপাশি মাদ্রাসার শিক্ষিত বিশেষত: সরকার স্বীকৃত সনদধারী আলিয়া ও কওমী মাদ্রাসা থেকে উত্তীর্ণ আলেমদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ;

(ঘ) দেশের সকল উপজেলায় কোনো ধরণের অবকাঠামোগত ব্যয় ছাড়াই জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত মোট ১,০১০টি দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসা পরিচালনা করা;

(ঙ) প্রকল্প মেয়াদে মোট ৫,৬৫,৬০০ জন শিক্ষার্থীকে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করে পরবর্তী শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া;

(চ) দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসা কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত মোট ৩,০৩০ জন (শিক্ষক ২০২০ জন এবং সহায়ক কর্মী ১০১০ জন) আলেম-ওলামা ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বেকার নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন:

- ১,০১০টি ইবতেদায়ি মাদ্রাসার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।
- ১,৬৩৩ জন শিক্ষককে ৩ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ১,১২,৩৫০ জন শিক্ষার্থীর পাঠদান সম্পন্ন হয়েছে।

৪.১.৬ ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-৩য় পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্প

ইসলামের মৌলিক বিষয় তথা আল-কুরআন ও কুরআন সম্পর্কিত, তাফসীর, হাদীস ও হাদীস সম্পর্কিত, মহানবী (সা) এর সীরাত, আল-কুরআন বিশ্বকোষ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার, ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, দর্শন, আইন ও বিচার, বাংলাদেশ ও মহান মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের চলমান প্রকাশনা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল এবং অধিক চাহিদাসম্পন্ন পুস্তকাদি প্রকাশ এবং পুনর্মুদ্রণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ক. বিভিন্ন বিষয় ও শিরোনামে সৃজনশীল ইসলামী মৌলিক বই প্রকাশ ও পুনর্মুদ্রণ এবং সর্বসাধারণের কাছে সহজলভ্য করা;

খ. বিভিন্ন শিরোনামের ইসলামিক গ্রন্থ, হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ এবং প্রকাশ ও পুনর্মুদ্রণ করা যাতে তা সর্বসাধারণের কাছে সহজ প্রাপ্য হয়;

গ. ইসলামী মূল্যবোধ প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন শিরোনামের ইসলামী সংস্কৃতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি, সামাজিক বিজ্ঞান, দর্শন এবং আইন বিষয়ক গবেষণামূলক বই প্রকাশ করা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বিষয়ে বই প্রকাশ ও পুনর্মুদ্রণ করে জনগণের কাছে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা;

ঘ. কুরআনুল কারীম, সীরাত/আম্বিয়া (আ), সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং আওলিয়ায়ে কিরাম (রহ.)সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপরে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়ন, প্রকাশ ও পুনর্মুদ্রণ করা;

ঙ. সুপ্রসিদ্ধ অধিকতর চাহিদাসম্পন্ন পূর্বে প্রকাশিত পুস্তক পুনর্মুদ্রণ ও নতুন মুদ্রণসহ মোট ১২৩১৪ ফর্মার ২৬৬ টি পুস্তক মুদ্রণ করা।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-৩য় পর্যায় প্রকল্পের অর্জন:

ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-৩য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১০,৩২৫ ফর্মার ১৬৫ টি শিরোনামে ৫,৮১,২৫০ কপি পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে, যা সারাদেশে ৬৮টি বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে পাঠকের নিকট সহজলভ্য করে দেয়ার মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-৩য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত পুস্তকের চিত্র

৪.১.৭ যাকাত আদায় ও উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সর্বমোট ১১,৬৩,৬১,৪৪১ টাকা যাকাত সংগৃহীত হয়েছে। এ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় যাকাত তহবিল, ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ২২টি ইসলামিক মিশন সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যাকাত বোর্ড শিশু হাসপাতাল, টঙ্গী, গাজীপুর, ১১টি জেলায় প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ত্রাণ, আকস্মিক দূর্ঘটনায় নিহতদের লাশ দাফনসহ নানাবিধ কাজে ১১,৬৩,৬১,৪৪১ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২১,২৬৪ জন।

যাকাতের অর্থ বিতরণ অনুষ্ঠান

যাকাত বোর্ডের সভা

যাকাত ফান্ড-এর অর্থ ও উপকরণ সামগ্রী বিতরণী অনুষ্ঠান

দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন আলোচনা সভা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়।

দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে বিভিন্ন জেলায় সেমিনার আয়োজন

৪.১.৮ ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট:

২০০১ সালে ৫৬নং আইনের মাধ্যমে ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট গঠিত হয়। ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা। এ ট্রাস্টের কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে কোন ইমাম বা মুয়াজ্জিন মারাত্মক দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব, দুরারোগ্য ব্যাধি ইত্যাদি জনিত কারণে অক্ষম হয়ে পড়লে তাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান, কোন ইমাম বা মুয়াজ্জিন আকস্মিক মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান, ইমাম বা মুয়াজ্জিনের মেধাবী ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান, ইমাম বা মুয়াজ্জিনকে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান এবং তাদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণ সাধনকল্পে কার্যক্রম গ্রহণ। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে ৬০০ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে ১,৮০,০০,০০০ টাকা ও ৪,৬২০ জনকে (প্রতিজন ৫০০০ টাকা হারে) ২,৩১,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়।

ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় আর্থিক অনুদান ও সুদমুক্ত ঋণের চেক প্রদান

৪.২ হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট:

১৯৮৩ সালের ৬৮ নম্বর অধ্যাদেশবলে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৮ সালের ১ অক্টোবর হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন প্রণীত হয় এবং ১৯৮৪ সাল থেকে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কাজ করে আসছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানদি পরিচালনা, সংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে আর্থিক সহায়তা প্রদান, অসচ্ছল হিন্দু ও শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি ও শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ ট্রাস্ট কাজ করে থাকে।

৪.২.১ “ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প

“ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ৫১,২৬০ জন পুরোহিত ও সেবাইতদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।
- পুরোহিত ও সেবাইতদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও বিভিন্ন সামাজিক অবক্ষয় যেমন: মাদকাসক্তি, যৌতুক, সন্ত্রাস, পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করা এবং সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নত মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করা।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, সামাজিক কুসংস্কার, ইভটিজিং ও বাল্যবিবাহ রোধ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করার সক্ষমতা অর্জন করা।
- উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমি আইন ও আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পুরোহিত ও সেবাইতকে দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা।
- হিন্দু আইন সম্পর্কে জানা এবং সমগ্র বাংলাদেশে পূজা পদ্ধতির সঠিক নিয়মের প্রচলন করা।
- খাদ্যপুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে সচেতন করা।
- কৃষি ও বনায়ন, হর্টিকালচার, হাঁস-মুরগী ও মাছ চাষ এবং গবাদি পশুপালন সম্পর্কে পুরোহিত ও সেবাইতকে ধারনা প্রদান করা এবং স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধ করা।
- পুরোহিত ও সেবাইতদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি সকল ধর্মের মধ্যে আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রীতি জাগ্রত করা।
- পুরোহিত ও সেবাইতদের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ বিতরণ করা।
- দেশব্যাপী আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল এমন ১,৬০০ জন পুরোহিত ও সেবাইতকে মাসিক ৭০০ (সাতশত) টাকা ভাতা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অর্জন:

১। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জুন মাস পর্যন্ত মোট ১০,৮১১ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী মোট ৯০০০ জন পুরোহিত ও সেবাইতকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল।

২। সমগ্র বাংলাদেশে মোট ১৬০০ জন পুরোহিত ও সেবাইতকে মাসিক ৭০০/- টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

পুরোহিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

৪.২.২ মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) এবং ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা প্রকল্পের প্রধান কাজ। এছাড়া, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং ঝরে পড়া রোধ করতে প্রকল্পটি কাজ করছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়নে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

প্রকল্পের ৬ষ্ঠ পর্যায়ে সারাদেশে মন্দির আঙিনা ব্যবহার করে ৫,০০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬,০০,০০০ জন শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হবে। কার্যক্রমের সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয় বিধায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন নিশ্চিতকরণের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের জাতীয় কর্মশালা

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ৫০০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৫০,০০০ জন শিক্ষার্থী, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) স্তরে ১০০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৩০,০০০ জন শিক্ষার্থী এবং ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) স্তরে ১৪০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৪২,০০০ জন শিক্ষার্থীসহ এ শিক্ষাবর্ষে সর্বমোট ২.২২,০০০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নরত অবস্থার স্থিরচিত্র

৪.২.৩ সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলাস্থ শ্রী শ্রী অদ্বৈতাচার্য্য মন্দির কমপ্লেক্স উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার শ্রী শ্রী অদ্বৈতাচার্য্য পুণ্যস্নানটি সনাতন সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য তীর্থক্ষেত্র। প্রতিবছর এই জলপ্রবাহে পুণ্যস্নানের নিমিত্ত দেশ-বিদেশ থেকে আনুমানিক ১০ লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটে।

প্রকল্পটি এ এলাকায় ধর্মীয় উৎসব ও পুণ্যস্নানের সময় তীর্থযাত্রীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ছাড়াও এলাকার সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও ক্ষুদ্র পণ্যের দোকান তৈরীর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের বাণিজ্যিক সুবিধা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে, যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা:

ক) সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

খ) হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

গ) মন্দির কমপ্লেক্স অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উপাসনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি;

ঘ) ধর্মীয় উৎসব ও পুণ্যস্নানের সময় তীর্থযাত্রীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।

নির্মাণাধীন শ্রী শ্রী অদ্বৈতাচার্য্য মন্দির কমপ্লেক্স

৪.৩ বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট:

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৬৯ নং অধ্যাদেশ বলে এ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং দেশের বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকাসমূহ হতে মনোনীত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ১জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভাইস-চেয়ারম্যান ও ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সদস্য করে সরকার কর্তৃক মোট ৭ সদস্য বিশিষ্ট গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা উক্ত ট্রাস্ট পরিচালিত হয়।

৪.৩.১ প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প:

কোমলমতি বৌদ্ধ শিশুদের স্কুলমুখী করে তোলা ও তাদেরকে ধর্মীয় ও নৈতিকতাসম্পন্ন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় এ পর্যন্ত মোট ১০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬ হাজার বৌদ্ধ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এ প্রকল্পের শতকরা ৮০ ভাগ শিশু মূলধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে তৃণমূল পর্যায়ে ১০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রি. হতে উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের আওতায় ১২টি বৌদ্ধ অধ্যুষিত জেলার ৬২টি উপজেলায় মোট ৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২০ হাজার বৌদ্ধ শিশু প্রাক-প্রথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা সম্পন্ন করে মূলধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে ৩০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী

২০২২ সাল হতে প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৪বৌদ্ধ অধ্যুষিত জেলার ৬২উপজেলায় বর্তমানে ৩০০ শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬০০০ বৌদ্ধ শিশু প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা কোর্সে অধ্যয়ন করছে। এছাড়াও, ১০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২০০০ বৌদ্ধ কিশোর-কিশোরী সহজ ত্রিপিটক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা কোর্সে অধ্যয়ন করছে। ৩য় পর্যায়ের মাধ্যমে তৃণমুল পর্যায়ে ৪০০ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

৪.৩.২ বাংলাদেশের অর্থায়নে নেপালের লুম্বিনীতে বাংলাদেশ প্যাগোডা ও বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ প্রকল্প:

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে নেপালের লুম্বিনীতে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের লক্ষ্যে নেপালের লুম্বিনী ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার চুক্তির শর্ত অনুসারে ৭,৬৮,০৯০০০ টাকা নেপালের লুম্বিনী ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করা হয়েছে। বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের জন্য Construction of Bangladesh Pagoda and Buddhist Cultural Complex at Lumbini Conservation Area, Lumbini, Nepal শীর্ষক প্রকল্পটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় অনুমোদন করা হয়। গত ০৮/০১/২০২৫ তারিখে প্রকল্পটি একনেক সভায়ও অনুমোদন করা হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্প পরিচালক ও উপ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে । প্রকল্পের প্রারম্ভিক কার্যক্রম চলমান ।

নেপালের লুম্বিনীতে সংরক্ষিত এলাকায় বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ

৪.৪ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুসারে এ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে এ ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পদাধিকার বলে এ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান। দেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কল্যাণে খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদৃঢ় করা এ ট্রাস্টের লক্ষ্য।

৪.৪.১ ট্রাস্টের অনুদান কার্যক্রম

১) চার্চ/গির্জা/কবরস্থান/উপাসনালয় মেরামত ও সংস্কারে অনুদান প্রদান:

ট্রাস্টের ৫ কোটি টাকার স্থায়ী আমানত তহবিলের আয় হতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ২০টি চার্চের কবরস্থানের সংস্কার, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য ১০ (দশ লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

২) বড়দিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের অনুদান:

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে শুভ বড়দিন-২০২৪ উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দেশের ৯১২টি চার্চ/গির্জা/উপাসনালয়ের অনুকূলে ধর্মীয় উৎসব অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অনুদানের চেক বিতরণ করছেন মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান এডভোকেট জন গমেজ ও সম্মানিত ট্রাস্টিগণ

৩) শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় পরিচালিত সানডে স্কুল কার্যক্রমে অনুদান প্রদান:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৫ কোটি টাকার ট্রাস্ট তহবিলের আয় হতে চার্চ কেন্দ্রিক ১৮টি সানডে স্কুলের অনুকূলে মোট ৬ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৪) দুস্থ-অসহায়দের চিকিৎসা অনুদান কার্যক্রম:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ট্রাস্টের তহবিলের আয় হতে ২৯ জন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী দুস্থ-অসহায়দের চিকিৎসার জন্য মোট ৩ লক্ষ টাকা বিকাশ এমএফএস-এর মাধ্যমে অনুদান বিতরণ করা হয়েছে।

৫) মানব সম্পদ উন্নয়নে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ট্রাস্টের তহবিলের আয় হতে দরিদ্র ও মেধাবী ৭৭ জন খ্রিস্টান ছাত্র-ছাত্রীদের অনুকূলে মোট ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বিকাশ এমএফএস-এর মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ করা হয়েছে।

৪.৪.২ শুভ বড়দিন-২০২৪ উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়:

শুভ বড়দিন উপলক্ষ্যে ২৫ শে ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি. তারিখে বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বঙ্গভবনে শুভ বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের জন্য অতিথিগণের তালিকা প্রেরণসহ প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

২৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে শুভ বড়দিন উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের একাংশ।

২৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি. তারিখে বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে শুভ বড়দিন উপলক্ষ্যে মাননীয় উপদেষ্টা ও সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের একাংশ

৪.৪.৩ কর্মশালা/প্রশিক্ষণ

১) পালক-পুরোহিতগণের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ঢাকার আর্চবিশপস্ হাউস, রমনা ক্যাথেড্রাল চার্চের অডিটরিয়ামে পালক-পুরোহিতগণের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ১টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় ২১৪ জন পালক-পুরোহিত ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি. ক্রুজ, ওএমআই,

মাননীয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার।

পালক-পুরোহিতদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালায় পালক-পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারীনি ও অংশগ্রহণকারীগণের একাংশ।

২) যুবক-যুবতীদের নীতি ও নৈতিকতা বিষয়ক যুব কর্মশালা আয়োজন:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে যুব সমাজের নীতি ও নৈতিকতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গঠনে যুব সমাজের ভূমিকার উপর যুবক-যুবতীদের জন্য ০২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে যুবক-যুবতীদের নীতি ও নৈতিকতা বিষয়ক যুব কর্মশালায় ৩৭০ যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছেন।

জাতীয় অনুষ্ঠানে পবিত্র বাইবেল পাঠক মনোনয়ন:

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় অনুষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করার জন্য পালক/পুরোহিত/পবিত্র বাইবেল পাঠক প্রেরণ করা হয়।

৪.৫ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়

১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্‌ফ এ্যাক্ট মূলে এ সংস্থার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী সংস্থাটি পরিচালিত হচ্ছে। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি উন্নয়নের জন্য ২০১৩ সালে ওয়াক্‌ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪.৫.১ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যাবলি ও অর্জন:

১. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি চিহ্নিত ও তালিকাভুক্তকরণ: ৬৯ টি

২. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ: ১৬৯ টি

৩. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের কমিটি গঠন: ১৭৫ টি

৪. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অডিটকরণ: ১৪৬২ টি

৫. অবৈধ দখলদার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে উচ্ছেদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ: ১৪ টি

৬. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধনের গৃহীত ব্যবস্থা: ২৭ টি

৭. ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে গত ২৬ জুন ২০২৫ তারিখে হাইকোর্ট বিভাগে ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত মামলা শুনানির জন্য একটি ডেডিকেটেড বেঞ্চ গঠন করা হয়;

৮. ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১২ কোটি ৩০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে।

ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা

৪.৬ বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনে অনুদান প্রদান

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনে অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

(ক) হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত ৪ কোটি টাকা দেশের প্রায় ৮,০০০টি পূজা মণ্ডপে বিতরণ করা হয়।

জন্মাষ্টমী ২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান

(খ) প্রবারণা পূর্ণিমা, ২০২৪ উদ্‌যাপন তথা দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ট্রাস্টের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে ২ কোটি টাকা বিশেষ অনুদান প্রদান

করা হয়েছে। এ অনুদানের অর্থ দেশের ৯০০টি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় ধর্মীয় উৎসবসমূহ পালন করেছে।

প্রবারণা পূর্ণিমা, ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে বিশেষ অনুদান প্রদান

শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০২৫ উপলক্ষ্যে ১০মে, ২০২৫খ্রি. বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরুর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ অনুষ্ঠানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ড.আ ফ ম খালিদ হোসেন ও সচিব জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক উপস্থিত থেকে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০২৫ উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় উপদেষ্টা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শুভেচ্ছা বিনিময়

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব **"শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০২৫"** উপলক্ষ্যে ১১মে, ২০২৫খ্রি. বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বঙ্গভবনে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু, বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ অনুষ্ঠানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ড.আ ফ ম খালিদ হোসেন উপস্থিত থেকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু, বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

(গ) মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে শুভ বড়দিন-২০২৪ উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দেশের ৯১২টি চার্চ/গির্জা/উপাসনালয়ের অনুকূলে ধর্মীয় উৎসব অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

২৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে শুভ বড়দিন উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়

৫. এক নজরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রাধিকার কার্যক্রমসমূহ:

ক্রম	ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রাধিকার কার্যক্রমসমূহ
১.	হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাসকরণ; থার্ড ক্যারিয়ারে হজযাত্রী পরিবহণ;
২.	হজযাত্রী, হজ গাইড এবং এজেন্সির মালিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
৩.	লাগেজ হারানো রোধকল্পে লাগেজে Radio Frequency Identification (RFID) ট্যাগ সংযুক্তকরণ;
৪.	হজ এজেন্সিসমূহকে A, B, C ও D ক্যাটাগরিতে তালিকাভুক্তকরণ;
৫.	সৌদি সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে গুরুতর অসুস্থ (হৃদরোগ, ফুসফুস, লিভার সিরোসিস, কিডনী রোগে আক্রান্ত, নিউরোলজিক্যাল, মানসিক রোগ, সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, ঝুকিঁপূর্ণ গর্ভাবস্থা, যক্ষ্মা ও কেমোথেরাপী/রেডিওথেরাপী গ্রহণকারী ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী) কোন ব্যক্তি যাতে হজের নিবন্ধন করতে না পারে সে জন্য জেলা পর্যায়ে 'সিভিল সার্জন' এবং ঢাকায় 'ডেডিকেটেড হাসপাতালসমূহের পরিচালক' এর নিকট হতে শারীরিক সুস্থতার সার্টিফিকেট গ্রহণপূর্বক হজযাত্রীকে নিবন্ধনের অনুমোদন প্রদান করা
৬.	২০২৩ সালে প্রণীত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুস্থদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা যুগোপযোগীকরণ
৭.	"হাওর এলাকায় জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
৮.	"দারুল আরকাম ইসলামী শিক্ষা পরিচালনা ও সুসংহতকরণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
৯.	"জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম" এর আধুনিকায়ন, সৌন্দর্যবর্ধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
১০.	"ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
১১.	"প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬৪টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিতব্য ও নির্মানাধীন মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ
১২.	"ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
১৩.	"হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কমপ্লেক্স নির্মাণ ও শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ণ জিউ মন্দির উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
১৪.	প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক ও ত্রিপিটক শিক্ষা কার্যক্রম (৪র্থ পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
১৫.	প্রায় সতের হাজার ওয়াকফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটির মেয়াদ সংক্রান্ত সেবা সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল থেকে একটি অটোমেটেড সিস্টেমে নেয়ার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই সিস্টেম চালু হওয়ার পর এ সংক্রান্ত সেবা অনলাইনে প্রদান করা সম্ভব হবে এবং বিপুল সংখ্যক ওয়াকফ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী ও কমিটির মেয়াদ সংশ্লিষ্ট তথ্য মনিটরিং সহজ হবে
১৬.	হজ অফিস, ঢাকাকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ

৬. ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কর্মরত কর্মকর্তাগণ:

মাননীয় উপদেষ্টার দপ্তর

ক্রম	নাম	পদবি
১.	ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন	মাননীয় উপদেষ্টা
২.	ছাদেক আহমদ	উপদেষ্টার একান্ত সচিব
৩.	মোঃ আবুবকর সিদ্দীক	সিনিয়র তথ্য অফিসার
৪.	মোঃ আশিকুল ইসলাম	উপদেষ্টার সহকারী একান্ত সচিব
	সচিবের দপ্তর	
১.	একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক	সচিব
২.	মো: কামরুল ইসলাম	সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব)
	প্রশাসন অনুবিভাগ	
১.	ড. মো: আয়াতুল ইসলাম	অতিরিক্ত সচিব
২.	মো: কামরুল হাসান	যুগ্মসচিব
৩.	মোহাম্মদ মাহবুব আলম	যুগ্মসচিব
৪.	মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট
৫.	মো: আব্দুল মোমিন	সিনিয়র সহকারী সচিব
৬.	মোহাম্মদ নাজমুল হাসান	প্রোগ্রামার
৭.	আজম উদ্দীন তালুকদার	সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত)
৮.	খান শাহানুর আলম	সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত)
৯.	মো. ইমামুল হক	সহকারী প্রোগ্রামার
১০.	মাহমুদ মাতিন	সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী
১১.	মো: জিয়াউর রহমান	সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত)
১২.	আবু তাহের মিয়া	সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত)
	হজ অনুবিভাগ	
১.	মো: মতিউল ইসলাম	অতিরিক্ত সচিব
২.	ড. মোঃ মঞ্জুরুল হক	যুগ্মসচিব
৩.	মো: রফিকুল ইসলাম	উপসচিব

ক্রম	নাম	পদবি
৪.	মোহাম্মদ সফিউজ্জামান ভুইয়া	উপসচিব
৫.	মো. তফিকুল ইসলাম	সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত)
	সংস্থা ও আইন অনুবিভাগ	
১.	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	অতিরিক্ত সচিব
২.	আবদুল্লা-আল-শাহীন	উপসচিব
৩.	মোহা: রুহুল আমিন	উপসচিব
৪.	ছামছুন নাহার	সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত)
৫.	হাসনে বানু	সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত)
৬.	এ.এইচ.এম আক্তারুজ্জামান	সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত)
	বাজেট ও অনুদান অনুবিভাগ	
১.	মো: ফজলুর রহমান	অতিরিক্ত সচিব
২.	মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম	যুগ্মসচিব
৩.	মুহাম্মদ আসাদুল হক	যুগ্মসচিব
৪.	মো. মোস্তফা কাইয়ুম	উপসচিব (ক্যাডার বহির্ভূত)
৫.	মাসুদ আলম	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
৬.	মোসা: মেহেরুন্নেছা	সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত)
৭.	মোঃ মোতাহের হোসেন	সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত)
	উন্নয়ন অনুবিভাগ	
১.	মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার	অতিরিক্ত সচিব
২.	মোঃ সাজ্জাদুল হাসান	যুগ্মসচিব
৩.	মামুন আল ফারুক	উপসচিব
৪.	এ, এম, জহিরুল হায়াত	সিনিয়র সহকারী সচিব

৭. ফটোগ্যালারি:

মহান বিজয় দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৬ হিজরি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ দোয়া মাহফিল

পবিত্র হজ পালন শেষে সম্মানিত হজযাত্রীদের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন

সরকারি মাধ্যমের হজ গাইড প্রশিক্ষণ ২০২৫

হজ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ (১৪৪৭ হিজরি)-এর সৌদি সরকারের রোডম্যাপ বাস্তবায়ন সভা

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২০২৫ সালের হজ ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ অগ্রগতি বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক, সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

হজযাত্রীদের মক্কা ও মদিনায় হোটেলসমূহে অভ্যর্থনা ও হোটেলের সার্বিক সেবা নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ হতে আগত সকল হজযাত্রীকে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে মেডিক্যাল সেন্টার ব্যবস্থাপনা।

মিনা-আরাফাত-মুজদালিফায় হজযাত্রীদের পথ প্রদর্শনসহ সার্বিক সেবা প্রদান

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্ণরসের সভা।

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি আয়োজিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক জাতীয় হিফজুল কুরআন ও সীরাত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন।

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রধান কার্যালয়ে ইমামগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

ইসলামিক মিশন হাসপাতাল সিরতা, ময়মনসিংহ-এ চক্ষুসেবা প্রদান।

বন্যার্তদের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইসলামিক মিশন বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে অস্থায়ী মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান।

ইসলামিক মিশন, জালিয়াপাড়া, খাগড়াছড়ি কেন্দ্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের চিকিৎসা প্রদান।

ইসলামিক মিশন হাসপাতাল, কালকিনি, মাদারীপুরে ঔষধ প্রদান।

ইসলামিক মিশন মধুপুর, কুষ্টিয়ায় অপেক্ষমাণ রোগী।

ইসলামিক মিশন মধুপুর, কুষ্টিয়ায় রোগ নির্ণয়।

ইসলামিক মিশন, জালিয়াপাড়া, খাগড়াছড়ি।

ইসলামিক মিশন হাসপাতাল, কালকিনি, মাদারীপুর

ইসলামিক মিশন হাসপাতাল, কালকিনি, মাদারীপুর-এ অত্যাধুনিক মেশিনে আলট্রাসনোগ্রাম।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুকূলে সৌদি এক্রেডিটেশন গ্রহণের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে **Saudi Accreditation Center (SAAC)**-এর ০৩ (তিন) সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের বাংলাদেশ সফর।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হালাল সনদ প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে **Serunai Malaysia** ও **Islamic Development Bank (IsDB)** এর একটি প্রতিনিধিদলের বাংলাদেশ সফর।

জাতীয় শিশু কিশোর ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৫, পুরস্কার ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ পরিদর্শন করেন।

উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ডিমলা, নীলফামারী।

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের সভা।

বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনা অনুষ্ঠানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন এবং সচিব জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক।

পালক-পুরোহিতদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালায় পালক-পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারীনি ও অংশগ্রহণকারীগণের একাংশ।

২২তম নীতি ও নৈতিকতা বিষয়ক যুব প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণের একাংশ।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন হিজরি শাওয়াল মাসের জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক, সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা বিবাহ রেজিস্ট্রারদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা দেন।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলা
কর্মশালা-২০২৫ এ প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ।

বিজি প্রেস:-২০২৫/২৬-৩০২১-কম-বি—৫০০ কপি, ২০২৫।